

কিন্তু তাৰপৰা এচলু বা এবাটি পানী আনি খালেহে আমাৰ
পিয়াহ গুচিব। ঈশ্বৰৰ অভিপ্ৰায়ো যে সেইটোৱেই অৰ্থাৎ
তেওঁক যে সুকীয়াকৈ এক ঈশ্বৰ বুলি আমি সেৱা-ভজনা
কৰিব লাগে— সৰ্বজগতক ঈশ্বৰ বা ব্ৰহ্ম বুলি নহয়, সেইটো
আমাক আমাৰ সুকীয়াত্ব তেওঁ প্ৰদান কৰাতেই স্পষ্ট দেখা
গৈছে।

গীতা-তত্ত্ব

(এক)

ঘোষাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমাধৱদেৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে :
শোক-মোহ-মহাপঞ্চ মাজে অৰ্জুন মগন ভৈল দেখি
পৰম ঈশ্বৰ দৈৱকী-নন্দ-নন্দন।
কৃপায়ে ঈশ্বৰে তত্ত্ব কহি উদ্ধাৰিলা নিজ ভকতক
হেন ঈশ্বৰৰ চৰণে লৈলো শৰণ।।

পৰম ঈশ্বৰ দৈৱকী-নন্দ-নন্দনে তেওঁৰ নিজ ভকতৰ
আগত যি তত্ত্ব কৈ সেই শৰণাগত ভকতক উদ্ধাৰ কৰিলে,
সেই তত্ত্ব, তেতিয়াৰ দিনৰ সৰ্বধৰ্ম সমন্বয়, সৰ্বদৰ্শন বিজ্ঞানৰ
সমন্বয় আৰু আজিৰো সৰ্বধৰ্মৰ সাৰ পদাৰ্থ গীতাৰ
মহোপদেশ তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব-কথা শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কেতিয়া
আৰু ক'ত কৈছিল? কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'বৰ জোৰাতে,
যেতিয়া তেওঁৰ বথ দুই পক্ষৰ যুঁজাৰুসকলৰ আগত বথা
হ'ল। কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ হঠাৎ সংঘটিত হ'বলৈ যোৱা নাছিল।
দুই পক্ষৰ ভিতৰত অনেক কথা-বাৰ্তা, মীমাংসাৰ আলচ,
সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ ইত্যাদিৰ যেতিয়া ওৰ পৰিল আৰু অগত্যা
যুদ্ধৰ বাটেই একে মাথোন বাট ব'লগৈ, তেতিয়াহে। অৰ্জুন

পবিত্র।" অর্থাৎ অসংখ্য জাতি পরাজয়, তার জাতিতে

ভয় আর মনন ক্রীতিতে পক্ষ ব্রহ্মক লাভ করা যায়। যা

নামে সা গতি। অর্থাৎ যেনো মতি হয় তেনো গতিতে হয়।

নামি অশেষ করিমিত্যয়ী হয়। যদিও অগরত বহু নিত্যশম,

আধারম, তথাপি তেওঁকে এক মাথেন শরণ্য আর বহুতা

অন করি তেওঁই অরাকনা করিলে তেওঁই হৈমিকিতার

নিমিত্তে অরাকের মত তুটি আর ক্রীতি হয়; আর সেই

তুটি, সেই ক্রীতি নিত্যশম পক্ষেপের পনাই হয়।

সত্যাত্মিক ব্রহ্মপণ্য হেতা ক্রীতি আর তুটি ক্রমতঃকৃত; কিন্তু

ক্রমপন্য অর্থাৎ ক্রীতি আর তুটি সনাতন। সেই সনাতন

তুটি আর ক্রীতি নিমিত্তে অমৃত করি পণি যে স্বিক

নিত্য, ক্রীত আর তেওঁই ক্রীতি জাত করি নিমিত্তে

অরাকনা করা মানে তেওঁই ক্রীতি জাত করি নিমিত্তে

অরাকনা অর্থাৎ তেওঁই পণ্য ক্রীতি জাত করি, সেই

নিমিত্তেই তেওঁই অরাকনা করা। যিজন আত্মশক্তি অর্থাৎ

আত্মবৃত্ত অগরত আর আত্মবৃত্তে সঙ্কট, তেওঁই কোনো

কর্তব্য নাই। সাধারণ মানুষকেই আত্মশক্তি বিশেষতঃ

এইকি নিমিত্তে। যি অগরত অর্থাৎ স্নাতক-বিকল্পনা করি

এইকি নিমিত্তে। যি অগরত অর্থাৎ স্নাতক-বিকল্পনা করি

এইকি নিমিত্তে। যি অগরত অর্থাৎ স্নাতক-বিকল্পনা করি

এইকি নিমিত্তে। যি অগরত অর্থাৎ স্নাতক-বিকল্পনা করি

দেহত যার নাই অহংকার।

ভাষ্য করত নাই বিচার।। (শঙ্কর)

মুক্তিলাভ বা স্বিকল্পনার বিচিত্রতা পণ্য ক্রম

বা জ্ঞান-মায়া। শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত আছে। এক পক্ষে

জ্ঞানদায়ক কথা নিশ্চিন্তভাবে উল্লিখিত আছে। এক পক্ষে

যা পন্যায়ক বাহিরে জগতে বিচীর্ণ নাই। বাকীকি

পন্যায় যা পন্যায়কত সনাতন। অর্থাৎ যা এতে অর্থাৎ

যেমনেই, mon-এতে বা অন্যথাও আছে। সনাতন পণ্য

সেই অতিউন্নত পন্যায়ক অর্থাৎ বিচার।

ব্রহ্মপণ্যে ব্রহ্মবহিঃ ব্রহ্মাত্মী ব্রহ্মণ্য হয়।

এইকি নিমিত্তে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত—

তুনি পন্যায় জ্ঞানবদ স্বপ এক।

একো বহু নাইকি তেমাতে বাহিরকি।

তুনি কার কারণ সমস্ত ব্রহ্মণ্য।

সুপ্নে বৃত্তেলে যেন নাইকি অজ্ঞ।।

অজ্ঞানতঃ মুগ্ধ জনে দেয় বিচার।।

তুনি পত পক্ষী সুরাণের তক স্বপ।

কীতক সন্তোম অত্যন্ত ভাগবতঃ কৈবল্য—

মহতঃ পরতঃ নান্যে বিধিগতিঃ শঙ্কর।

মায়ী সর্বদৈবঃ শ্রোতং বৃত্তে মায়ীণা হয়।।

আরো—

সেই হেতা ওগনয়ী ময় মায়ী সুরতয়া।

জানি জ্ঞানীপন্য করি প্রসারত যান।। (কীচন)

মায়ী কনা এই সাধারণ অরাকের চিত্রতে পণ্য

কর নি খান কর, তার ব্রহ্ম লাভ হয়— জ্ঞান-দেয়

এই পণ্য কথা। শ্রীমদ্ভাগবতঃ কৈবল্য এতে বা সুরীণা আত্ম

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

পন্যে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান আর পন্য সাধারণ অর্থাৎ নি

অজ্ঞানতঃ পন্যে মায়ীপন্যে চিত্রতে—

শঙ্কর মৌ কন্যে চিত্র

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

পন্যে মায়ী কন্যে

ওর তেওঁতেই। কিন্তু যদিও তেওঁর এই উপলব্ধতা, তেওঁর এক
অভিষ্টিত স্বপ্নের পূজারত্নে (Monodicism) সম্পূর্ণরূপে
সম্বলন করিয়ে আন রেই পূজা ইহলোকের পালনের স্বয়
বা ঐশ্বর্য কামনা করি করা পূজা নহয়; নিরাম পূজা। সর্বম
পূজা মোক্ষপ্রাপ্তির মাট নহয়।

কাজকাজ করণে বিজ্ঞি: যজ্ঞ ইহ দেবতা:।
কিঞ্চিৎ হি মানুসে লোকে নিষ্কির্ভাভে কজ্ঞা:। (গীতা)
অর্থাৎ এই মন্থ্যলোকত কাম্য করণ নিষ্কির্ভাভে কজ্ঞা:
মোক এরি আন আন দেবতাসকল উপাসনা করে। এনে
উপাসনার বিজ্ঞি: অনিচ্ছিত। কিন্তু নিজস্ব কজ্ঞাভিত্তি বিজ্ঞি:
বা মুক্তি নিশ্চয় শীঘ্র লাভ হয়। এইবিধিতে "পূনর্জন্ম" বা
নর্ননের সৈতে ঈশ্বর্যের মতর বিশেষ অনিলা। পূনর্জন্মবোধে
নেচে যে দেবত যি বৈশে, সেই বিধি-বসেয়া অমাত্ত অক
ত্রাঙ্গ অক-অক-কো আনি চনিলা। দেবর যগস্থায়তে সকলো
কুম্ব দেবতর পূজা করিলা, তেহে তেমাংর কাণ লাভ হ:।
কুম্বই দেবক এবেকবেই কুম্বই নিয়া নাই। কিন্তু বৈশে,
দেবর অনেক বকো পূর্ণিত। কুম্বই বৈশে— "মম
বধূনুবর্ভেতে মময়া: পর্বা সর্বাণ:।"

দেহপানদেহতা ভজা যজ্ঞতে অক্ষ্যাহিতা:
তেহপি মাংসে কোজ্ঞা যজ্ঞার্থার্থিপর্যুৎ কম:।।
অর্থাৎ হে কোজ্ঞা:। অক্ষ্যুত হৈ নি আন দেবতা
ভজনা করে, সিং মোকবেই অর্থার্থিপর্যুৎ ভজনা করে।
এনে ভজনা মোকবেই ভজনা, তথাপি সি অর্ভেচিয়া।
দেবতাসকলে মোক্ষ সিং নোথার। মোক্ষ মইহে সিং পাংরা
আক সিংহেই আথল বশ্চ। দেবতাসকলে মূর্ত্তসক
কৈশি—
মোক্ষ বাত্বিরেতে লৈমোক বর।
বিষ্ণুনে মোক্ষ হেত্ব ঈশ্বর।। (কীর্তনে)
সেইলৈবি মূর্ত্তসমই উৎস গিষ্টি—
নালাগে বর নিভা কনো আরা। কনো দেবতাক
"সৃষ্টি, স্থিতি, প্রসার পকম কাপা নাবাধা" বুলি উপাসনা
নকরি, মাংস, এজন দেবতা বুলি উপাসনা করাটো কুম্ব
মত নহয়। বাস্তবিকতে অন্য দেবতাক, যেনে— ইন্দ্র, ব্রহ্ম,
বায়ু, বরুণক তেহেও সৃষ্টি, স্থিতি, অক্ষয়গী দেব বুলি
ভাবিই নোথারি, উপাসনাও করি নোথারি। কিস্যনা,
তেওঁলোক তেহেওকা নিশ্চয় নহয়। এক মাংসে নাবাধার

সেই দেবতা। ইচ্ছাশি দেবতাসকল তেওঁর অক্ষয়গী
ভূতাবে। উপনিষতে বৈশে—
ত্রাণস্যাগ্নিগ্নিত্যত্বাৎ তপোহি সূরি:
অগ্নিষ্কম বায়ুঃ স্তম্ভার্গণিগ্নি পক্ষম:।। (শ্বেতস্বিত্তা)
ইয়াং প্রতিনিধি ঈশ্বর্যেরদেবর কীর্তনে মোক্ষ—
প্রাণ জগৎর মূর্ত্ত যি অক্ষয় ভবে।
যাং ভবে তত্র সূর পকো স্তম্ভাণ:।।
হেনে জগৎর মূর্ত্তা নাথ পের।
হরি বিনে আংর তপোঃ নাই পের।।

(চিত্রি)
মুক্তিলাভে তৃতীয় পদে যোগমালা এই পদে বহু
নহয়, বাজায়ো। পতঞ্জলিতে এই যোগে বিশ পিমা আ
গীতার মত অধ্যায়ত ভগবৎহৈ যোগমালা বিঘ্নে পিমা আ
বিবৃতি দিছে। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ত ঈশ্বর্যই স্যাম অক
কম:যোগর হকো দেবুইই যত্ব অধ্যায়ত যাম-যোগর ক
দিলে। তেওঁ আচলতে তুলাই দিলে যে যোগী আক স্যাম
এক। তেওঁ যোগী'র স্বাম, আশন, উপাসকর দিম অক
আপ মম বৃষ্টি'র সন্ময় সাপন করি যোগার্থি'র স্যাম প
দেবুইই দিলে আক যোগী'র আয়র বিহয়গি'র বিঘ্নে
উপাসনে দিলে। অকল জগৎকে অক্ষয় করি যোগসকলকে
যে জ্ঞান আক বৈরাগ্যর সৈতে অভিমোগ্য কেই কেইটা
তেওঁ কৈ দিলে —

যোগীনাংনি সর্বেবা: মগপতোষোষাণা।
অজ্ঞানং ভজতে যো মাং স মে যত্ভজনা ময়া।।
অর্থাৎ হে অজ্ঞান। মোর মতে যোগী'র সর্বাধিক
শ্রোতর ভজতে কেই। এতেকে তুমি যোগী হো। যি
অজ্ঞান মানে মগপতে ভিত্তের মোক ভজনা কর, তেওঁ
সকলো যোগীতকে কেই।
বাস্তবিকতে জ্ঞান আক ভক্তি মুরা অগুণ পক্ষ
উণায়। বইবো ধারায় একে অবস্থাত যলোয়া যোগ।
শ্রোতর ভিত্তবৎ, —জ্ঞানীতঃ, "তেহেই মই" অক
"সৌভব" ভিত্ত করণতে করেতে তেওঁর কীং মই। এইর
মুসিহৎ ভাববৎ স্থাপন নিচিলা ভক্তো কৈশি:
অনি সর্বাধিক মগিনাং।
জ্ঞানো তুমি ভকত একাভ:।।
তথাপিহিতো ইটো মধুসর।।

গো গাণা ঠাওর ঈশ্বর:।।
গো ভূমিবা মোক কথা।।
সার্য ভূমিবা সর্বাণা।।
কীর্তনে পলাইরে পাণ্ডায়া।।
ভূমি ভুলি পণ্য কথা কথা।।
ভায়া ময় যাপিরে জ্ঞাত।।
কৌ দিলে মোক স্মরণতে।।
করি পককো হৈবা ইশ।।
অজ্ঞানে মোত বাইব কীশ।। (শঙ্করদেব)
পূঁ তর্পণি করি—
কন্দরক জেন ইশ।।
পা মংসায়
কুম্বতে ঠাণেত্ব কীশ।। (শঙ্করদেব)
কামর সর্বাণা বকো মনে।।
মোর মত করিবা যতনে।।
সারকর মোর হৈবা ইশ।।
তের চিত মোতে যাইবা কীশ।। (শঙ্করদেব)
জ্ঞানী'র মিত্রবত: সন্মুখপলা এক বিন্ম জ্ঞান সূকীয়া
হ:। সেই বিন্ম জ্ঞান আকৌ সন্মুত পরি আংরি নিচিটিক
মুদ্রের সৈতে মিলি প'শ, তার সূকীয়া অর্ভেচ নাথাকিলা।
পন্থা'র আক জীবাত্মা এনেমুত।। কিন্তু ভক্তন চিটার
পন্থা'র আক জীবাত্মা এনেমুত।। কিন্তু ভক্তন চিটার
পন্থা'র আক জীবাত্মা এনেমুত।। কিন্তু ভক্তন চিটার

এইরই উপলব্ধি উৎসক কৈশি:
কামর সর্বাণা বকো মনে।।
মোর মত করিবা যতনে।।
সারকর মোর হৈবা ইশ।।
তের চিত মোতে যাইবা কীশ।। (শঙ্করদেব)
জ্ঞানী'র মিত্রবত: সন্মুখপলা এক বিন্ম জ্ঞান সূকীয়া
হ:। সেই বিন্ম জ্ঞান আকৌ সন্মুত পরি আংরি নিচিটিক
মুদ্রের সৈতে মিলি প'শ, তার সূকীয়া অর্ভেচ নাথাকিলা।
পন্থা'র আক জীবাত্মা এনেমুত।। কিন্তু ভক্তন চিটার
পন্থা'র আক জীবাত্মা এনেমুত।। কিন্তু ভক্তন চিটার
পন্থা'র আক জীবাত্মা এনেমুত।। কিন্তু ভক্তন চিটার

উৎসক কৈশি:
কামর সর্বাণা বকো মনে।।
মোর মত করিবা যতনে।।
সারকর মোর হৈবা ইশ।।
তের চিত মোতে যাইবা কীশ।। (শঙ্করদেব)
জ্ঞানী'র মিত্রবত: সন্মুখপলা এক বিন্ম জ্ঞান সূকীয়া
হ:। সেই বিন্ম জ্ঞান আকৌ সন্মুত পরি আংরি নিচিটিক
মুদ্রের সৈতে মিলি প'শ, তার সূকীয়া অর্ভেচ নাথাকিলা।
পন্থা'র আক জীবাত্মা এনেমুত।। কিন্তু ভক্তন চিটার
পন্থা'র আক জীবাত্মা এনেমুত।। কিন্তু ভক্তন চিটার
পন্থা'র আক জীবাত্মা এনেমুত।। কিন্তু ভক্তন চিটার

ভক্ত সাধকর মোর সেকল তার খাপিরে মোথো। ইয়াং
উৎসক ক'ম প'শি যে সাধকর ধ্যায় মোকিৎ কীই লেজিয়া
সম্মি'র অর্ভেচ নিচিট ঈশ্বর্যের চিত্ত অকল মোর,
তেচিয়া আন ভোগেয়া মোরই মোর আক ভোগেয়া
মোইই ঈশ্বর্যের তার ঠাটী কীশ।। সেইলৈবি ভগবৎহৈ মোর
— যোগী'র পন্থেত মই ঈশ্বর্য নহই আক যোগী'র মোর
পন্থেত আশুনা নহয় অর্থাৎ ভক্ত যোগী'র পন্থেত মোর
ভগবৎ "ভক্ত ভক্তক", ভক্তজ্ঞে পন্থেত ভোগেৎ "ভক্ত
ভক্তকর ভক্ত"। এইরই গীতাত ভগবৎহৈ মোর— "যে
ভক্তি তু মাং ভক্তা ময়ি তে তেহ ভোগেয়া"
অম্বুরে সেইলৈবি কুম্ব কৈশি:
কেননো পতিতে
এগিা তেমাংক
আনক ভজিরে যিা
আপোনানো পিয়া
ভক্তভজন
জ্ঞানো ইটো কজিঞা।।
অভয়েনে অতু
পিয়া মনোবধ বিজ্ঞি:। (শঙ্করদেব)
এইরই ভগবৎ করি মূলাধীয়া। এইরই
উৎসক কৈশি:
ভক্তভজনে মোর হরি জ্ঞানিলা পিঞ্চা।।
ভক্তভজনে জ্ঞানো আনো হনরা।।
মই বিনা ভকতে নিচিটে নিষ্কু: আন।
ভক্তব পরে মই নিচিটেয়ো আন। (শঙ্করদেব)
ভগবৎহৈ গীতাত বৈশে—
যো মাং পন্থতি সর্ভে সর্ভক ময়ি পন্থতি।
তথাং ন প্রশ্নাটি স চ মে ন প্রশ্নাটি।।
অর্থাৎ যি মোর সর্ভভতে আক সর্ভলোতে মোর
সর্ভা এবেকবেই বিলোপ হ'ব তেনেও আক মো-দেবক
ভারই বা নাইকিয়া হ'ব কেনে'ক' আন দেগোত,
অভিভোগী'র শঙ্কচাযনো তেওঁর কটিত ফটপটিত
লৈবি—
সতাপি ভোগপন্যে নাথ ভগবৎ: ন মাদকীন্দ্রম।।
সাম্যদেহি তপক: ষ্ঠান সন্মুত্রো ন তপক:।।
অর্থাৎ হে ঈশ্বর। যি'র সন্মুত আক তপকর এগো
সংকর হেইকৈশি: আকৌ সন্মুতক পাংরা আক সন্মুত
শ্রোতর নাই তথাপি লোকে সন্মুতবৎ তপক যোগ, তপক

উৎসক কৈশি:
ভক্তভজনে মোর হরি জ্ঞানিলা পিঞ্চা।।
ভক্তভজনে জ্ঞানো আনো হনরা।।
মই বিনা ভকতে নিচিটে নিষ্কু: আন।
ভক্তব পরে মই নিচিটেয়ো আন। (শঙ্করদেব)
ভগবৎহৈ গীতাত বৈশে—
যো মাং পন্থতি সর্ভে সর্ভক ময়ি পন্থতি।
তথাং ন প্রশ্নাটি স চ মে ন প্রশ্নাটি।।
অর্থাৎ যি মোর সর্ভভতে আক সর্ভলোতে মোর
সর্ভা এবেকবেই বিলোপ হ'ব তেনেও আক মো-দেবক
ভারই বা নাইকিয়া হ'ব কেনে'ক' আন দেগোত,
অভিভোগী'র শঙ্কচাযনো তেওঁর কটিত ফটপটিত
লৈবি—
সতাপি ভোগপন্যে নাথ ভগবৎ: ন মাদকীন্দ্রম।।
সাম্যদেহি তপক: ষ্ঠান সন্মুত্রো ন তপক:।।
অর্থাৎ হে ঈশ্বর। যি'র সন্মুত আক তপকর এগো
সংকর হেইকৈশি: আকৌ সন্মুতক পাংরা আক সন্মুত
শ্রোতর নাই তথাপি লোকে সন্মুতবৎ তপক যোগ, তপক

উৎসক কৈশি:
ভক্তভজনে মোর হরি জ্ঞানিলা পিঞ্চা।।
ভক্তভজনে জ্ঞানো আনো হনরা।।
মই বিনা ভকতে নিচিটে নিষ্কু: আন।
ভক্তব পরে মই নিচিটেয়ো আন। (শঙ্করদেব)
ভগবৎহৈ গীতাত বৈশে—
যো মাং পন্থতি সর্ভে সর্ভক ময়ি পন্থতি।
তথাং ন প্রশ্নাটি স চ মে ন প্রশ্নাটি।।
অর্থাৎ যি মোর সর্ভভতে আক সর্ভলোতে মোর
সর্ভা এবেকবেই বিলোপ হ'ব তেনেও আক মো-দেবক
ভারই বা নাইকিয়া হ'ব কেনে'ক' আন দেগোত,
অভিভোগী'র শঙ্কচাযনো তেওঁর কটিত ফটপটিত
লৈবি—
সতাপি ভোগপন্যে নাথ ভগবৎ: ন মাদকীন্দ্রম।।
সাম্যদেহি তপক: ষ্ঠান সন্মুত্রো ন তপক:।।
অর্থাৎ হে ঈশ্বর। যি'র সন্মুত আক তপকর এগো
সংকর হেইকৈশি: আকৌ সন্মুতক পাংরা আক সন্মুত
শ্রোতর নাই তথাপি লোকে সন্মুতবৎ তপক যোগ, তপক

সমুদ্র নোবোলে। তেনেকৈ হে ঈশ্বৰ। তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত কোনো ভেদ নাথাকিলেও "মই তোমাৰ" এই কথাৰে ক'ব পাৰিম, "তুমি মোৰ" এইদৰে ক'ব নোৱাৰোঁ।

(চাৰি)

এই পৃথিৱীত শ্ৰীকৃষ্ণ নিশ্চয় প্ৰেম-ভক্তিৰ প্ৰধান শিক্ষক, যদিও জ্ঞান আৰু কৰ্মৰ শিক্ষাতো তেওঁ অলপো নুন নহয়। তেওঁৰ মতে, জ্ঞান, কৰ্ম আৰু যোগৰ প্ৰত্যেকটো পথেই মুক্তিদায়ক; কিন্তু ভক্তিৰ পথ সহজ আৰু শ্ৰেষ্ঠ। সেই তিনিটা পথো ভক্তিৰে অভিব্যক্ত নহ'লে মুক্তিলাভ সুলভ নহয়। কৰ্ম, জ্ঞান আৰু ভক্তিৰ সমন্বয় সৰ্বোৎকৃষ্ণ অৱস্থা আৰু গীতাৰ ছাদশ অধ্যায়ত কৃষ্ণৰ শিক্ষাৰ সেয়ে সাৰ বস্তু। বাস্তবিকতে ভাবি চালে দেখি যে আচলতে গীতাত ভক্তিৰ ধাৰাটোৱেই ঘাই; কৰ্ম আৰু জ্ঞান তাৰ শাখানদী মাথোন। প্ৰকৃত জ্ঞান আৰু প্ৰকৃত কৰ্মই ভক্তিলৈকেহে টানি নিয়ে। গীতাৰ সপ্তম অধ্যায়ত—

তেথাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।

প্ৰিয়োহি জ্ঞানিনোতৰ্থমহং স চ মম প্ৰিয়ঃ।।

অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ভিতৰত সদায় মোত নিষ্ঠাৱান আৰু এক মাথোন মোত ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীয়েই শ্ৰেষ্ঠ। মই জ্ঞানীৰ অতিশয় প্ৰিয় আৰু তেৰোঁ মোৰ বৰ প্ৰিয়।

এই কথাষাে ভক্ত জ্ঞানীলৈকেহে আঙুলিয়ায়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখনিঃসৃত গীতা হিন্দুৰ বেদ, উপনিষদৰ আৰু দৰ্শনৰ ঘনীভূত সাৰতত্ত্ব। এইবাবে গীতাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে :-

সৰ্বোপনিষদো গাৰো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ।

পাৰ্থো বৎসঃ সুধীৰ্ভোক্তা দুষ্কং গীতামৃত মহৎ।।

অৰ্থাৎ—

সকলে উপনিষদ ধেনু দোক্ষা ভৈল তাৰ নন্দসুত
তাৰ বৎস ভৈল কুন্তীসুত ধনঞ্জয়।

দুষ্ক ভৈল মহা গীতামৃত কৃষ্ণৰ চৰণে দিয়া চিত্ত
সুগৃহ্নিসকলে সন্তোষে পান কৰয়।। (ঘোষা)

হিন্দুৰ এই প্ৰসিদ্ধ পুৰণি শাস্ত্ৰ কৰ্ম, জ্ঞান, ভক্তি, দৰ্শন, বিজ্ঞান, যুক্তি, বিশ্বাসৰ সামঞ্জস্যকৃত সন্মিলন। পৃথিৱীৰ কোনো সভ্য জাতিৰ কোনো শাস্ত্ৰই কৰ্তব্য কৰ্ম, জ্ঞান আৰু ভক্তি, সৃষ্টি, মুক্তি, সৃষ্টি বহস্য, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, জীৱাত্মা আৰু পৰমাট্মাৰ বিষয়ে গীতাৰ দৰে বিশদভাৱে শিক্ষা দিব পৰা

নাই। এইবোৰ বিষয় গীতা অদ্বিতীয়া। গীতা কোনো এটা নতুন ধৰ্মৰ পথৰ আৱিষ্কাৰক নহয়। কৃষ্ণাবতাব আপোনাৰে হিন্দুৰ ইহকাল আৰু পৰকালৰ বিষয়ে অশেষ চিন্তা গৱেষণা, আধ্যাত্মিক দৰ্শন, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদিৰ সংক্ষিপ্ত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, অত্যাঙ্কল অথচ সুগভীৰ সাৰ-বিবৃতি গীতা। এই সকলোবোৰ সাৰ-তত্ত্বক কেন্দ্ৰীভূত কৰি, আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক, পাবলৌলিক, ধৰ্ম, নীতি, আচৰণ ইত্যাদিৰ প্ৰদীপ্ত প্ৰদীপ অজ্ঞান এন্ধাৰত পৰি ককুবকোৱা মানুহৰ চকুৰ আগত শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱন্তই ধৰিছে। তেওঁৰ শিক্ষা সাম্প্ৰদায়িক সংকীৰ্ণতাৰ আৱৰণ ভেদ কৰি উদাৰ সামঞ্জস্যৰ ওখ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। কেউখন দৰ্শনৰ দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ ব্যাখ্যান সামঞ্জস্য কৰি বেদান্ত দৰ্শনৰে সৈতে সাংখ্য আৰু যোগদৰ্শনৰ তেওঁ যোগ সাধন কৰিছে। তেওঁৰ শিক্ষা ধৰ্ম-তত্ত্ব আৰু নীতি-তত্ত্বৰ চৰম শিক্ষা। ঈশ্বৰত প্ৰগাঢ় ভক্তিবোধ, সৰ্বপ্ৰাণীত সমদৰ্শন আৰু আত্মবৎ বুদ্ধি, জীৱনৰ সকলো কৰ্মত নিষ্কামভাৱ আৰু তাৰ ফলাফল ঈশ্বৰত সমৰ্পণ আৰু ঈশ্বৰত আত্মনিবেদন ইত্যাদি তেওঁৰ শিক্ষা পৃথিৱীত অতুলনীয়। ভিন্ন ভিন্ন পন্থাৱলীৰ ধৰ্মাচাৰণকাৰীসকলৰ প্ৰতিও তেওঁৰ উদাৰ ধৰ্মমতৰ উদাৰ উক্তি। গীতাৰ সাৰস্বত যদিও একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বৰত একশৰণ আৰু অবাচিৱী ভক্তি, তথাপি আন আন প্ৰচলিত বিভিন্ন মতাবলীৰ ধৰ্ম প্ৰতিও গীতাৰ শ্ৰদ্ধতা নাই। কৃষ্ণ-প্ৰচাৰিত ধৰ্মশিক্ষা সাৰ্বভৌমিক, সাৰ্বলৌকিক আৰু সনাতন। চাৰি-পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ আগেয়ে প্ৰচাৰিত সেই শিক্ষাত, অৱশ্যে কোনো কোনো বিষয়ত সেই কালৰ মনুষ্য সমাজৰ আৰু মনুষ্য সমাজত প্ৰচলিত ধৰ্ম-কৰ্মৰ কিছু কিছু ছাঁ যে পৰিছে তাত সন্দেহ নাই।

কোনো কোনোৱে ভগৱদগীতাক ৰূপক শাস্ত্ৰ বুলিও ব্যাখ্যা কৰে। যেনে— অৰ্জুন জীৱাত্মাৰ আৰু কৃষ্ণ পৰমাট্মাৰ প্ৰতীক। কোঁৱৰ পাপ প্ৰবৃত্তিবোৰ। কৃষ্ণৰ অৰ্জুনক শিক্ষা যে স্বৰ্গ ৰাজ্য পাবৰ হ'লে অৰ্থাৎ মুক্তি লাভিবৰ হ'লে, সেইবোৰ জয় কৰিব লাগিব। জীৱন যুদ্ধক্ষেত্ৰত জীৱাত্মাৰ কাণ্ড পৰমাট্মাৰ উপদেশ ফুচফুচ কথাবে পৰিব লাগিছে। মানুহৰ শৰীৰেই যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ মাজত স্থাপিত ৰথ। প্ৰত্যেক মানুহে নিজৰ বাহুবলেৰে যুদ্ধ কৰিব লাগিব, অৱশ্যে হৃদয়স্থ সৰ্বাধি পৰমাট্মা শ্ৰীকৃষ্ণকে উপদেশ আৰু চালনা মতে।

নিগমকল্পবোগলিতং ফলং
পিবত ভাগৱতং বসমালয়
ভয়ুকাঃ।।

মহাপুৰুষে ইয়াৰ ঘোষা

সকল নিগম কল্পতক

শুক মুখে আসি ভূমিত

বসত চতুৰ যিটো জন

পৰম সন্তোষে পিয়োন

বাস্তৱিকতে এনেকুৱা জ্ঞান

ভাৱত আন এখন নাই। অকল

আন কোনো সভ্য জাতিৰ

সঁচাসঁচিকৈয়ে ভাগৱত নিগম

অমৃতত্ৰয়সংযুক্ত ফল। সেই ফল

নাই; তাত মাথোন বস আৰ

ভবুকসকলক ব্যাসদেৱে গ্ৰন্থৰ

আস্বাদন কৰিবলৈ কৈছে। এইব

কৈছিল—

পৰিনিষ্ঠিতোহপি নৈৰ্গুণে

গৃহীতচেতা ৰাজৰ্ষে আ

তদহং তেহভিধাস্যামি :

যত্র শ্ৰদ্ধধতামাশু স্যান্মু

ইয়াৰ ভাঙনি মহাপুৰুষে

শুক নিগদতি পৰীক্ষিত

তথাপি উত্তমশ্লোৰ

কৰিলেক মোৰ বশ্য চিত্ত

পৰম আনন্দে পঢ়ি

তোমাত কহিবো সেই শাস্ত্ৰ

মহাপুৰুষৰ সেৱ

ই শাস্ত্ৰত শ্ৰদ্ধা মাত্ৰকত

অতি শীঘ্ৰে তাৰ

এইবাবেই শাস্ত্ৰত শ্ৰীম

হৈছে—

ৰাজস্তুে তাৱদন্যানি পু

য়াৰভাগৱতং নৈৱ শ্ৰ

অৰ্থাৎ—